সংবাদ

তারিখ 17 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত

নৈতিকতাবোধ ও দক্ষতা বাড়ানোই হবে নতুন শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষার্থীদের নৈতিকতাবোধ ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সব ধারার শিক্ষাব্যবস্থায় বাংলা, গণিত, শারীরিক শিক্ষা এবং পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা হবে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিষয়ে জোর দিয়ে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে একমত হয়েছে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি। প্রাথমিকভাবে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত একমুখী শিক্ষা চালু করা হলেও পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করা হবে।

শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি কর্মপরিকল্পনার জন্য দ্বিতীয় বৈঠকে এসব শিক্ষানীতি : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৭

শিক্ষানীতি : মূল লক্ষ্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গতকাল সকালে রাজধানীর জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাপনা একাডেমিতে (নায়েম) কমিটির সভাপতি অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে গত ৩ মে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে এক পাঠ্যক্রমের আওতায় আনার লক্ষ্যে কাজ করছে এ কমিটি। কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম ও শাহজালাল বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল বিদেশে অবস্থান করার জন্য বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। কমিটির পরবর্তী বৈঠক আগামী মঙ্গলবার বিকেলে নায়েমে অনুষ্ঠিত হবে।

কমিটির দ্বিতীয় বৈঠক প্রসঙ্গে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, বৈঠকে শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক দিকের উন্নতি এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য সব সদস্য একমত হয়েছে। তবে প্রথমে একজন শিক্ষার্থীর নৈতিক দিকের উন্নতির বিষয়টি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, এরপর পর্যায়ক্রমে সব শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

গতকালের আলোচনায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সব ধারার শিক্ষাব্যবস্থায় অভিন্ন বিষয়ে পড়ানো হবে বলে একমতে পৌঁছেছেন সব সদস্য। নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় সব মাধ্যমে একই বিষয় পড়ানো হবে। কাজী খলীকুজ্জমান বলেন, নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য বৈঠকে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী রাখা হবে এক বছর। এরপর প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি এবং শারীরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত রাখা হবে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে সব শিক্ষার্থীকে ইংরেজি বিষয় পড়তে হবে।

এরপর ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষা ও শ্রমের মর্যাদা বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য স্থানীয়ভাবে শিক্ষামূলক সফর অন্তর্ভুক্ত করা হবে। শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষাগ্রহণ করার বিষয়ে কমিটির সদস্যরা একমত হয়েছেন বলে জানান তিনি।

একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা ধাপে ধাপে চালু করা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা উপকরণপ্রাপ্তি সহজীকরণ, যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ এবং এসবের জন্য অর্থ জোগান নিশ্চিত করার পর পর্যায়ক্রমে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একমুখী প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে। তবে বাধ্যতামূলক বিষয়গুলো ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও পাঠদান করা যাবে বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, দেশে প্রচলিত ১১ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে ৩ মে অনুষ্ঠিত কমিটির প্রথম বৈঠকে দু'জন নতুন সদস্য সংযুক্ত করে ১৮ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। কমিটির নতুন সদস্যরা হলেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আরআইএম আমিনুর রশিদ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শাহীন কবীর। এছাড়া কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদকে কমিটির কো-চেয়ারম্যান করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, 'শিক্ষানীতি-২০০০'কে অধিকতর সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য সরকার গত ৮ এপ্রিল জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৬ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ, অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম, শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান ও লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. জারিনা রহমান খান, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র সূত্রধর, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদ, সাবেক অতিরিক্ত সচিব সিরাজ উদ্দিন আহমদ ও আবু হাফিজ, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা প্রফেসর এবিএম সিদ্দিকুর রহমান, ব্যারিস্টার নিহাদ কবির, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ এমএ আউয়াল সিদ্দিকী এবং সদস্য সচিব হিসেবে নায়েমের পরিচালক প্রশাসন অধ্যাপক শেখ একরামুল কবির।